



# চার্টার আইন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্ক, ম্যাকলের মিনিট এবং বেন্টিঙ্কের প্রস্তাব

## ১. ভূমিকা (Introduction)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে শিক্ষানীতি ও প্রশাসনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা ঘটে। এই সময়ে **চার্টার আইন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য (Orientalist-Anglicist) বিতর্ক, ম্যাকলের মিনিট (1835) এবং লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রস্তাব**—এই চারটি বিষয় ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার গতিপথ নির্ধারণে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় শিক্ষা থেকে পাশ্চাত্য ধাঁচের আধুনিক শিক্ষার দিকে একটি স্পষ্ট মোড় নেওয়া হয়।

## ২. চার্টার আইন (Charter Act) ও শিক্ষা

## ২.১ চার্টার আইনের ধারণা

চার্টার আইন হলো ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত সেই আইনসমূহ, যার মাধ্যমে **ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে শাসন করার অনুমতি ও দিকনির্দেশনা** দেওয়া হতো। নির্দিষ্ট সময় অন্তর (২০ বছর) এই আইন নবায়ন করা হতো।

---

## ২.২ ১৮১৩ সালের চার্টার আইন ও শিক্ষা

১৮১৩ সালের চার্টার আইন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

এর প্রধান বৈশিষ্ট্য—

- প্রথমবার সরকারিভাবে শিক্ষার দায়িত্ব স্বীকার
- বছরে ১ লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য বরাদ্দ
- “সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি”-র কথা উল্লেখ

☞ তবে এই অর্থ কীভাবে ব্যয় হবে—ভারতীয় (প্রাচ্য) না ইউরোপীয় (পাশ্চাত্য) শিক্ষায়—এই প্রশ্ন থেকেই বিতর্কের সূচনা হয়।

---

## ৩. প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্ক (Orientalist–Anglicist Controversy)

### ৩.১ বিতর্কের পটভূমি

১৮১৩ সালের চার্টার আইনের পর শিক্ষার উদ্দেশ্য ও মাধ্যম নিয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়। এই মতভেদ থেকেই জন্ম নেয় **প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্ক**।

---

### ৩.২ প্রাচ্যপন্থী (Orientalist) মতবাদ

**প্রধান সমর্থক:** উইলিয়াম জোন্স, এইচ. এইচ. উইলসন

মূল বক্তব্য—

- সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি শিক্ষার প্রসার
- ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ

- দেশীয় ভাষায় শিক্ষা

☞ তাঁরা মনে করতেন ভারতীয় সমাজ সংস্কারের জন্য নিজস্ব জ্ঞানই যথেষ্ট।

---

### ৩.৩ পাশ্চাত্যপন্থী (Anglicist) মতবাদ

প্রধান সমর্থক: ম্যাকলে, চার্লস ট্রেভেলিয়ান

মূল বক্তব্য—

- ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা
- ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শনের শিক্ষা
- প্রশাসনের জন্য দক্ষ কর্মচারী তৈরি

☞ তাঁদের লক্ষ্য ছিল “Indian in blood and colour, but English in taste”.

---

## ৪. ম্যাকলের মিনিট (Macaulay’s Minute, 1835)

### ৪.১ প্রেক্ষাপট

১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দে থমাস বাবিংটন ম্যাকলে শিক্ষা বিষয়ে তাঁর বিখ্যাত Minute পেশ করেন, যা ভারতীয় শিক্ষানীতির মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

---

### ৪.২ ম্যাকলের প্রধান বক্তব্য

- ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মূল্য অস্বীকার
- ইংরেজি ভাষাকে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম করার প্রস্তাব
- পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার প্রসার
- উচ্চশিক্ষায় ইউরোপীয় শিক্ষার অগ্রাধিকার

☞ তাঁর মতে, “একটি ইউরোপীয় গ্রন্থাগারই সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।”

---

### ৪.৩ ম্যাকলের মিনিটের প্রভাব

- ইংরেজি শিক্ষার দ্রুত প্রসার
  - ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান
  - দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থার অবক্ষয়
- 

## ৫. বেন্টিন্কেসের প্রস্তাব (Bentinck's Resolution, 1835)

### ৫.১ লর্ড বেন্টিন্কেসের ভূমিকা

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিন্কেস ছিলেন তৎকালীন গভর্নর-জেনারেল। তিনি ম্যাকলের মতামত গ্রহণ করে সরকারি নীতিতে রূপ দেন।

---

### ৫.২ বেন্টিন্কেসের প্রস্তাবের মূল বিষয়

- ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার সরকারি স্বীকৃতি
- সরকারি অর্থ ইউরোপীয় শিক্ষায় ব্যয়
- প্রাচ্য শিক্ষার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার

এর মাধ্যমে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্কের অবসান ঘটে।

---

## ৬. সামগ্রিক প্রভাব ও মূল্যায়ন

### ৬.১ ইতিবাচক প্রভাব

- আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী শিক্ষার প্রসার
- প্রশাসনিক দক্ষতার উন্নতি
- নবজাগরণের পথ প্রশস্ত

### ৬.২ নেতিবাচক প্রভাব

- দেশীয় ভাষা ও শিক্ষার অবমূল্যায়ন
  - শিক্ষায় এলিটবাদ সৃষ্টি
  - গ্রামীণ ও সাধারণ জনগণের শিক্ষা উপেক্ষিত
-

## ৭. ঐতিহাসিক গুরুত্ব

চার্টার আইন থেকে বেন্টিঙ্কের প্রস্তাব পর্যন্ত ধারাবাহিক সিদ্ধান্তগুলি ভারতীয় শিক্ষার চরিত্র বদলে দেয়। এই সিদ্ধান্তগুলির ফলেই পরবর্তীকালে—

- ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান
- সামাজিক সংস্কার আন্দোলন
- জাতীয়তাবাদের বৌদ্ধিক ভিত্তি গড়ে ওঠে

## ৮. উপসংহার (Conclusion)

চার্টার আইন, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্ক, ম্যাকলের মিনিট ও বেন্টিঙ্কের প্রস্তাব—এই চারটি বিষয় একত্রে ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে একটি **গুরুত্বপূর্ণ মোড়** সৃষ্টি করে। যদিও এই শিক্ষানীতি ঔপনিবেশিক স্বার্থে প্রণীত ছিল, তবুও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ভারতীয় সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতিতে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

## ৬ পরীক্ষামুখী সম্ভাব্য প্রশ্ন

1. ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।
2. প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্ক কী? এর ফলাফল বিশ্লেষণ করো।
3. ম্যাকলের মিনিট ও বেন্টিঙ্কের প্রস্তাবের প্রভাব মূল্যায়ন করো।

নিচে উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নকে Broad / Long Answer (১০-১৫ নম্বর) হিসেবে ধরে বিশদ, বিশ্লেষণধর্মী ও পরীক্ষামুখী উত্তর প্রদান করা হলো।

**১. ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের শিক্ষাগত গুরুত্ব আলোচনা করো।**

## উত্তর :

১৮১৩ সালের চার্টার আইন ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই আইনের মাধ্যমে প্রথমবার ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করে যে ভারতে শিক্ষার প্রসার ঘটানো রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব। এর আগে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মূলত বাণিজ্য ও প্রশাসনিক স্বার্থেই কাজ করত, শিক্ষা তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল না।

এই আইনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল—ভারতে শিক্ষার জন্য **প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ**। আইনটিতে “সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতি”-র কথা উল্লেখ করা হয়, যা আধুনিক শিক্ষার ধারণাকে স্বীকৃতি দেয়। এর ফলে সরকারি অর্থে শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ উন্মুক্ত হয়।

তবে এই আইনে একটি বড় অস্পষ্টতা ছিল—এই অর্থ **প্রাচ্য শিক্ষা (সংস্কৃত, আরবি, ফারসি) না পাশ্চাত্য শিক্ষা (ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও দর্শন)**-র জন্য ব্যয় হবে, তা স্পষ্ট করা হয়নি। এই অস্পষ্টতাই পরবর্তীকালে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্কের জন্ম দেয়।

সার্বিকভাবে বলা যায়, ১৮১৩ সালের চার্টার আইন ভারতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি হস্তক্ষেপের সূচনা করে এবং আধুনিক শিক্ষানীতির ভিত্তি স্থাপন করে, যদিও এর বাস্তব প্রয়োগ নিয়ে তীব্র মতভেদ দেখা দেয়।

---

## ২. প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্ক কী? এর ফলাফল বিশ্লেষণ করো।

### উত্তর :

প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্ক (Orientalist–Anglicist Controversy) হলো ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে শিক্ষার লক্ষ্য, বিষয়বস্তু ও মাধ্যম নিয়ে উদ্ভূত একটি তীব্র মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব। এই বিতর্কের সূচনা হয় ১৮১৩ সালের চার্টার আইনের পর শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ কীভাবে ব্যয় করা হবে—এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে।

**প্রাচ্যপন্থীরা (Orientalists)** মনে করতেন যে সংস্কৃত, আরবি ও ফারসি ভাষায় ভারতীয় ঐতিহ্যবাহী জ্ঞানচর্চা সংরক্ষণ ও প্রসার করা উচিত। তাঁদের মতে, ভারতীয় সমাজের উন্নতির জন্য নিজস্ব সাহিত্য, দর্শন ও জ্ঞান যথেষ্ট।

অন্যদিকে **পাশ্চাত্যপন্থীরা (Anglicists)** যুক্তি দেন যে ইউরোপীয় বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যই আধুনিক ও কার্যকর জ্ঞান। তাঁরা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা দিয়ে প্রশাসনের জন্য দক্ষ কর্মচারী গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

এই বিতর্কের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। শেষ পর্যন্ত পাশ্চাত্যপন্থীদের মতই সরকারি নীতিতে রূপ নেয়। এর ফলে ইংরেজি ভাষা ও ইউরোপীয় শিক্ষার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং প্রাচ্য শিক্ষার সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ধীরে ধীরে হ্রাস পায়।

এই বিতর্ক ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ঐতিহ্যভিত্তিক পথ থেকে আধুনিক পাশ্চাত্য ধারার দিকে নিয়ে যায়, যা পরবর্তী শিক্ষানীতির ভিত্তি স্থাপন করে।

---

## ৩. ম্যাকলের মিনিট ও বেন্টিফ্লের প্রস্তাবের প্রভাব মূল্যায়ন করো।

**উত্তর :**

১৮৩৫ সালের ম্যাকলের মিনিট এবং একই বছরে গৃহীত লর্ড বেন্টিফ্লের প্রস্তাব ভারতীয় শিক্ষার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে। ম্যাকলে তাঁর মিনিটে ভারতীয় সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চাকে তীব্রভাবে অবমূল্যায়ন করে ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষে জোরালো সওয়াল করেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন একটি শ্রেণি গড়ে তোলা, যারা “রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু চিন্তায় ও রুচিতে ইংরেজ” হবে।

লর্ড বেন্টিফ্ল ম্যাকলের মতামত গ্রহণ করে সরকারি নীতি হিসেবে ঘোষণা করেন যে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ প্রধানত ইংরেজি ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারে ব্যয় হবে। এর ফলে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্কের কার্যত অবসান ঘটে।

এই সিদ্ধান্তগুলির ইতিবাচক প্রভাব ছিল—আধুনিক বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও পাশ্চাত্য দর্শনের প্রসার; ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান; এবং পরবর্তীকালে সামাজিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বৌদ্ধিক ভিত্তি নির্মাণ।

তবে এর নেতিবাচক দিকও ছিল—দেশীয় ভাষা ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষার অবমূল্যায়ন, শিক্ষায় এলিটবাদ সৃষ্টি এবং সাধারণ জনগণের শিক্ষার প্রতি অবহেলা।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, ম্যাকলের মিনিট ও বেন্টিফ্লের প্রস্তাব ঔপনিবেশিক স্বার্থে প্রণীত হলেও ভারতীয় সমাজ ও শিক্ষার উপর দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর প্রভাব ফেলেছে।

---